বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি

সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ হয়তো সঞ্চয় প্রবনই ছিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য সামগ্রী মানুষ ভবিষ্যতের জন্য মজুদ রাখত। এই সঞ্চয়ের প্রবণতা আসলে আমাদের আর্থিক পরিকল্পনার অংশ। ভবিষ্যতের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ লাভের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা অত্যন্ত প্রয়োজন। একটি উত্তম আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের আর্থিক অবস্থাকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ আর্থিক পরিকল্পনার মূল অংশ। প্রয়জনের অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থ ভবিষ্যতের জন্য মজুদ রাখাটাই সঞ্চয়। আর এই বর্তমান সঞ্চয় হতে ভবিষ্যৎ মুনাফা অর্জন, সঞ্চয়ের উপযোগিতা বজায় রাখা এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদে সঞ্চয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক লক্ষ্য অর্জন বা ভবিষ্যৎ ব্যয় নির্বাহের জন্য বিনিয়োগ করা হয়। বিচক্ষণ বিনিয়োগ যেমন দীর্ঘমেয়াদে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটায়, তেমন অবিবেচনা প্রসূত বিনিয়োগ সম্পদ কে ঝুকিপূর্ন করে তোলে এবং সম্পদের হ্রাস ঘটায়।

আপনার সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের জন্য আপনার চাহিদার অনুযায়ী বিভিন্ন বিকল্প রয়েছে। আপনার কষ্টার্জিত ও সঞ্চিত অর্থ বিনোয়োগ করুন আপনার ঝুঁকিগ্রহন ক্ষমতা বিবেচনা করে। বিদ্যমান যেসব বিনিয়োগের বিকল্প আছে এসবের মুনাফার ধরণ ও ঝুকির পরিমান বিভিন্য রকম। একজন বিচক্ষণ বিনিয়োগকারী অবশ্যই এসব বিষয় বিবেচনা করেই উপযুক্ত বিকল্পটি বাছাই করবেন।

- ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব এবং স্থায়ী আমানত।
- বীমা কম্পানীর বিভিন্ন্য স্কীম।
- পুঁজিবাজারের বিভিন্ন্য সিকিউরিটিজ, ইকুইটি, মিউচুয়াল ফান্ড, অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড, বন্ড, ইত্যাদি।

উৎপাদনশীল খাতে অর্থ সরবরাহ করে দেশের উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহনের অন্যতম উপায় হল পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করা। লাখো মানুষের বিনিয়োগের সুযোগ এবং কর্মসংস্থান তৈরী করে এই পুঁজিবাজার। বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয় সচল ও সঞ্চালিত হয়ে উঠে পুঁজিবাজারে বিভিন্ন সিকিউরিটিজ ইস্যুর মাধ্যমে। প্রকৃত পক্ষে বিনিয়োগ তহবিল ব্যবহারকারী কখনোই সঞ্চয়কারীর সাথে সাক্ষাৎ করে সিকিউরিটিজের বিনিময়ে পুঁজি সংগ্রহ করে না। কারন তহবিল ব্যবহারকারী কর্তৃক প্রস্তাবিত সিকিউরিটিজ সঞ্চয়কারীর চাহিদা ও পছন্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন নাও হতে পারে।

সে জন্য স্টক ব্রোকার, মিউচুয়াল অথবা অল্টারনেটিভ ফান্ড ম্যানেজার, মার্চেন্ট ব্যাংকার এর মতন বাজার মদ্ধস্ততাকারীগন সঞ্চয়কারী কে তার চাহিদা ও পছন্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিকিউরিটিজ চিন্নিতকরণ ও বিনিয়োগের পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে।

সঞ্চয়কারী তথা বিনিয়োগকারী এবং তহবিল ব্যবহারকারী কে একত্রিত করে তাদের মধ্যে এই লেনদেন করার সুযোগ এবং নিরাপত্তা সুবিধা প্রদান করে আমাদের এক্সচেঞ্জ সমূহ, CDBL এবং CCP ইত্যাদি সংস্থাসমূহ। আর বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে কাজ করে আসছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।

একজন বিনিয়োগকারী পুঁজিবাজারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিনিয়োগ করতে পারেন। ইকুইটি শেয়ার এবং বন্ডে বিনোয়োগের মাধ্যমে সহজেই একজন বিনিয়োগকারী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে শামিল হতে পারেন। ইকুইটি শেয়ারের মাধ্যমে

একজন বিনিয়োগকারী কোনো কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের আংশিক মালিকানাস্বত্বের অধিকারী হন। IPO আবেদন করে (প্রাইমারি মার্কেট) এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যেমে (secondary market) ইকুইটি তে বিনিয়োগ করা যায়। ইকুইটি শেয়ার-এ দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা আশানরুপ ডিভিডেন্ড এবং ক্যাপিটাল গেইন অর্জন করতে পারে।

অন্য দিকে ঋণপত্র হল একটি চুক্তিভিত্তিক সম্মতিপত্র যার ইস্যুয়ার এবং বিনিয়োগকারীর মধ্যে হয়ে থাকে এবং যার উপর বিনিয়োগকারী নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট সময়ে সুদ/মুনাফা পেয়ে থাকে। বিভিন্ন কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান , সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠান সাধারণত মূলধন সংগ্রহের জন্য ঋণপত্র ইসু করে থাকে।

সাধারণ বন্ড এবং জিরো কুপন বন্ড এর মাদ্ধমে আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে ঋণপত্রে বিনিয়োগ করতে পারি। সাধারণ বন্ডের ক্ষেত্রে সুদের হার এবং সুদ প্রদান এর সময় পূর্বনির্ধারিত থাকে। যেখানে জিরো কুপন বন্ড ডিসকাউন্ট (বাট্টা) এর ভিত্তি তে ইসু করা হয়, অর্থাৎ এই বন্ড ফেস ভ্যালুর কম মূল্যে ইস্যু করা হয় এবং মেয়াদ শেষে সুদ সহ আসল প্রদান করা হয় যা এই বন্ডের ফেস ভ্যালু।

বিনিয়োগকারীরা চাইলে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে পরোক্ষ বিনিয়োগেও সম্পৃত্ত হতে পারেন , যেখানে অভিজ্ঞ ফান্ড ম্যানেজার তুলনামূলক অল্প ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে থাকেন।

বিনিয়োগ কী এবং কেন প্রয়োজন

প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সাথে বিভিন্ন্য ধরণের ঝুঁকি সম্পৃত্ত থাকে। কিছু মৌলিক বিষয় বিবেচনা করে সহজেই একজন বিনিয়োগকারী এসব ঝুঁকি এড়াতে পারেন। প্রথমেই বিবেচনা করা উচিত কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন এর বিষয় টি। কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন সম্বলিত প্রতিষ্ঠান মাত্রই বিনিয়োগকারীর স্বার্থ বিবেচনা করবে। সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন সম্বলিত কোনো কোম্পানি চিহ্নিত করতে আমরা কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখতে পারি।

বিনিয়োগের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে সম্পদ এর যথাযত ব্যবহার এর উপর। সম্পদ এর যথাযত ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে স্বাভাবিক ভাবেই বিনিয়োগকারী সম্ভাব্য লভ্যংশ থেকে বঞ্চিত হবেন। কোনো প্রতিষ্ঠান তার সম্পদ এর যথাযত ব্যবহার করছে কিনা সহজেই প্রতিষ্ঠানটির “Return on Equity” বা “Return on Assets” ওই সেক্টর এর অন্যান্য কোম্পানির সাথে তুলনা করে যাচাই করতে পারি।

দ্বিতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন সম্বলিত একটি কোম্পানি অবশ্যই নিয়মিত ভাবে AGM (বার্ষিক সাধারণ সভা) করবে এবং অবশ্যই তার শেয়ার হোল্ডারদের মতামতের গুরুত্ব প্রদান করবে।

একটি মৌলভিত্তি সম্পন্ন কোম্পানি স্বাভাবিক ভাবেই নিয়মিত একটি সঙ্গতিপূর্ণ হারে লভ্যংশ প্রদান করবে। কিন্তু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যাত্যয় ঘটতে পারে। যেমন, কোম্পানির পরিসর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার অনেক বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। সেই ক্ষেত্রে ওই কোম্পানি সীমিত লভ্যাংশ দিতে পারে।

একটি প্রতিষ্ঠানে মূল্য সংবেদনশীল অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। এসব মূল্যসংবেদনশীল তথ্য সঠিক সময় প্রকাশ করাই একটি প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন সম্বলিত প্রতিষ্ঠানের লক্ষণ।

আবার, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন সম্বলিত একটি প্রতিষ্ঠান সব সময়ই সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত সকল আইন কানুন, বিধিবিধান পরিপালন করবে। একটি মৌলভিত্তি সম্পূর্ণ কোম্পানি আইনের মধ্যে থেকেই সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে। প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন একটি অবশ্য কিন্তু একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়, কোম্পানির মৌল ভিত্তি গুলোও (fundamentals) বিবেচনা করতে হবে।

কোনো কোম্পানির মৌলভিত্তি বিবেচনা ক্ষেত্রে দেখতে হবে তার সম্পদের যথাযত ব্যবহার হচ্ছে কিনা, ব্যাবসায়ে মুনাফা অর্জন করতে পারছে কিনা, শেয়ার প্রতি আয় (EPS) ও শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ (NAV) বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা। যদি শেয়ার প্রতি আয় এবং নীট সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তবে স্বাভাবিক ভাবেই ওই প্রতিষ্ঠান নিয়মিত লভ্যাংশ ঘোষণা করবে এবং আমরা ধরে নিব এটি একটি মৌলভিত্তি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান।

সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন এবং মৌলভিত্তি গুলো বিবেচনার পর বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আরো কিছু মৌলিক বিষয় আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে:

প্রথমেই একটি প্রতিষ্ঠানের বিগত সময়ে মূল্য উঠা-নামা পর্যালোচনা করে দেখতে পারি প্রতিষ্ঠানের আয় হ্রাস বা বৃদ্ধির সাথে প্রতিষ্ঠানের মূল্য কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রতিষ্ঠানের যথাযত মূল্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত, মার্কেট P/E, সেক্টর P/E, এবং স্টক P/E পর্যালোচনা করে আমরা প্রতিষ্ঠানের ফেয়ার ভ্যালু সম্পর্কে ধারণা পাবো।

বিনিয়োগের ঝুঁকি সমূহ

১. শেয়ার বাজারের বিনিয়োগের প্রথম ঝুঁকি টা হলো এই বিনিয়োগকে ঝুক্তিমুক্ত মনে করা এবং শেয়ার বাজার কে কম সময়ে অধিক মুনাফা অর্জন এর সহজ উপায় মনে করা।
২. দ্বিতীয় ঝুঁকি হলো গুজব। অনেক বিনিয়োগকারী নিজে বিশ্লেষণ না করে মানুষ এর কথায় তথাকথিত বিশ্লেষকদের পরামর্শে, গুজব এ আকৃষ্ট হয়ে, ঝুঁকির কথা না ভেবে অধিক মুনাফার লোভে বিনিয়োগ করেন। এই ধরণের বিনিয়োগ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।
৩. আবার, অনেকেই আছেন যারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মীয় বা বন্ধুদের কাছ থেকে নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত ঋণ নিয়েও পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেন। এভাবে পুঁজিবাজারের ঝুঁকি না বুঝে এবং মুনাফার সম্ভবনা না জেনে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করলে কখনো না কখনো আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। লোকসান হয়ে সেই বিনিয়োগকারীর ঋণ শোধের ক্ষমতাও আর থাকে না। এভাবে অল্প সময় ধনী হওয়ার লোভে অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ফলে অনেক বিনিয়োগকারীই সর্বশান্ত হয়েছেন। তারপর জমি-জমা বা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে অনেক কেই। অনেকের নষ্ট হয়েছে আত্মীয়তা, হারিয়েছেন বন্ধুদের , সইতে হয়েছে তীব্র মানসিক চাপ।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ঝুঁকি আছে ঠিকই, সাফল্যের গল্পও কিন্তু কম নয়। পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দীর্ঘমেয়াদে মৌলভিত্তি সম্পন্ন কোম্পানি তে বিনিয়োগ করলে সাফল্য নিশ্চিত।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে অতিরিক্ত ঝুঁকি এড়াতে সব বিনিয়োগকারীর উচিত কিছু করণীয় বিষয় বিবেচনা করা:

১. পুঁজিবাজার কে সহজেই মাত্রাতিরিক্ত লাভজনক বিনিয়োগক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা হতে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন, স্বল্প সময়ে, বিনা বিশ্লেষণে অতিরিক্ত মুনাফা আশা করাই একটি বিশাল ঝুঁকি।

২. বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই আয় - ব্যয়ের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করুন। এমন ভাবে ব্যক্তিগত বাজেট এবং আর্থিক পরিকল্পনা করুন যেন বিনিয়োগে লোকসান হলেও দৈনন্দিন জীবন-যাপন বাধাগ্রস্থ না হয়।

৩. বিভিন্ন বিনিয়োগ পণ্য ও মাধ্যম সম্পর্কে ভালো ভাবে জানুন। এদের ঝুঁকি এবং মুনাফার হার সম্পর্কে জানুন। যেমন, ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব ও স্থায়ী আমানত হিসাবে যেমন ঝুঁকি কম এবং মুনাফাও কম, অন্য দিকে পুঁজিবাজারে বিভিন্ন সিকিউরিটিজ, ইকুইটি ইত্যাদিতে মুনাফা যেরকম বেশি, ঝুঁকিও বেশি।

৪. বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিনিয়োগ খাত গুলোর সম্পর্কে জানুন এবং কোন খাতের কোন সিকিউরিটিজ এ কতটুকু বিনিয়োগ করবেন সেই সম্পর্কে আগেই সিদ্ধান্ত নিন।

৫. বিনিয়োগের পূর্বে অবশ্যই এই বিনিয়োগ সম্পর্কে পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ করুন এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিন। বিশ্লেষণ বিবর্জিত বিনিয়োগ সাধারণত ভুল সিদ্ধান্তই হয়।

৬. আপনার হিসাবে রক্ষিত সিকিউরিটিজ এবং অর্থের বিষয় সচেতন থাকুন।

৭. বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন কানুন সম্পর্কে জানুন এবং এসব বিধিনিষেধ মেনে চলুন।

৮. পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, পরিচালক পর্ষদ, ম্যানেজমেন্ট এর ধরণ, সামাজিক দায়বদ্ধতা মূলক কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা নিন।

৯. BO একাউন্ট খোলার আগে ব্রোকার সম্পর্কে জানুন।

১০. অযথা গুজব শুনে বিনিয়োগ করবেন না। নিজেই নিজের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিন। প্রয়োজনে পেশাদার বিনিয়োগ বিশ্লেষকদের সহায়তা নিন।

১১. বিনিয়োগের মেয়াদ নির্বাচন করুন আপনার আর্থিক পরিকল্পনা অনুযায়ী। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই আপনার বিনিয়োগ বাজেট এবং আর্থিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন।

১২. ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করতে চাইলে তা আপনার ক্ষমতার মধ্যে সীমিত রাখুন। ঋণ গ্রহণের পূর্বে আপনার ঋণ পরিশোধের সঙ্গতি এবং ঋণের শর্তসমূহ ভালো ভাবে জানুন।

১৩. কোনো অভিযোগ থাকলে অবশ্যই স্টক এক্সচেঞ্জ বা কমিশন কে অবহিত করুন।

১৪. সফল বিনিয়োগ এর জন্য সময়মতো বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই বিক্রয় সিদ্ধান্তও সময়মতো নেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সফল বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে এসব অবশ্য করণীয় এর সাথে কিছু বর্জনীয়ও রয়েছে।

১. আপনার সঞ্চয়ের পুরোটা একই খাতে বিনিয়োগ করবেন না। বিভিন্ন সেক্টর এবং বিভিন্ন সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগের মাধ্যমে পোর্টফোলিও গঠন করে বিনিয়োগের ঝুঁকির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করুন।

২. ক্ষমতার অতিরিক্ত ঋণ নিবেন না। বিনিয়োগ মানে নিশ্চিত লাভ - এই ধারণা নিয়ে পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ করবেন না। ব্রোকার এর কাছ থেকে মার্জিন লোন নিলে অবস্যই মার্জিন লিস্টের বাইরে বিনিয়োগ করবেন না।

৩. কখনো গুজব এর ভিত্তিতে বিনিয়োগ করবেন না। আত্মীয়, বন্ধুর বা অন্য কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কখনো বিনিয়োগ করবেন না। অনিশ্চিত তথ্য বা চটকদার বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে বিনিয়োগ করবেন না।

৪. প্রত্যেকটি বিনিয়োগে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে, ঝুঁকি বিশ্লেষণ না করে কখনো বিনিয়োগ করবেন না। অযৌক্তিক অতিরিক্ত দরে বিনিয়োগ করবেন না।

৫. জেনে শুনে বেআইনি বা অননুমোদিত কোনো খাতে বিনিয়োগ করবেন না। অননুমোদিত দলিল বা ফর্ম এ স্বাক্ষর করবেন না।

৬. কোনো অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বিনিয়োগ করবেন না। প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যাতিত ইস্যুকৃত কোনো সিকিউরিটিস বা চুক্তিপত্রে আয়ের হার অনেক বেশি ও কম - ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও বিনিয়োগ করবেন না।